‘‘মওলানা’’ মওদুদী - শতাব্দীর অভিশাপ

জামাত ইসলামের সর্বপ্রধান শত্রু কারণ সে হিংস্রতার মাধ্যমে স্রষ্টার আরাধনা করে। বিশ্ব-মুসলিমের জন্য এ হেন আত্মঘাতী ফাঁদ আর নেই। এ বিষাক্ত কালনাগকে সংগঠন ও অরাজনৈতিক ইসলামী-দর্শন, এই দু’দিক দিয়েই আঘাত করতে হবে।

রাজনৈতিক ইসলাম বা জামাত নিয়ে কথা বললে মওলানা মওদুদীর নাম আসে সর্বপ্রথম। তাঁর জন্ম ১৯০৩ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদে, নাম আবুল আ’লা মওদুদী, মওদুদী তাঁর পারিবারিক পদবী। নামটা অনেকে অনেক ভাবেই লিখে থাকেন তাতে কিছু আসে যায় না। কারণ, নামেতে কি করে, গোলাপে যে নামে ডাকো, সুবাস বিতরে। ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা অনেক ইসলামী নেতারাই দিয়ে গেছেন শতাব্দী ধরে, কিন্তু মওলানা মওদুদী-ই প্রথম সে ধারণাকে আধুনিক রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত করেছেন। জামাতের দলিল অনুযায়ী তার জন্ম মৌদুদীর দর্শনেই।

সেই যে ১৯২৪ সালে নবীজীর নারীদের নিয়ে ‘‘রঙ্গীলা রসুল’’-এর প্রকাশক রাজপাল খুন হল কলকাতায়, ১৯২৬ সালে ক্যালিগ্রাফার আবদুল রশিদ রাগে উন্মত্ত হয়ে শুদ্ধি-অভিযানের নেতা স্বামী শ্রদ্ধাননন্দকে খুন হবার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মুসলমানেরা নিপীড়িত হল, দিল্লীতে মওলানা জওহর বক্তৃতায় কেঁদে বুক ভাসালেন এই বলে যে, হিন্দুদের মোকাবেলায় মুসলমানের মধ্যে কোন আলেম নেই, সেই বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত হয়ে তেইশ বছরের তরুণ মওদুদী মুসলমানদের বর্তমান-ভবিষ্যত নিয়ে লেখা শুরু করলেন, ছ’মাসের মধ্যে ছ’শো পৃষ্ঠার বিশাল লেখা লিখে সারা ভারতে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিলেন, তা আর থামল না একাত্তর সালে তাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত। ততদিনে তাঁর বাণী ভারতবর্ষের গন্ডী পার হয়ে বিশ্বব্যাপী পৌঁছে গেছে। নন-ম্যাট্রিক মানুষ, আবারও প্রমান করলেন যে মেধাবী মানুষের সাধারণ সার্টিফিকিকেট না হলেও চলে। শারীরিক অসুস্থতা সত্বেও তাঁর লেখার পরিমাণ অবিশ্বাস্য। সে লেখায় তাঁর যে কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত তা হল তাঁর ব্যক্তিগত সততা, ধ্যান-ধারণা উপস্থাপনায় স্বচ্ছতা, অসম্ভব প্রভাবশালী শক্তিশালী লেখার ভঙ্গী, লেখা এবং বক্তৃতায় আবেগের অসাধারণ প্রয়োগ, শব্দচয়ন ও বাক্যবিন্যাসের অসাধারণ কারুকার্য্য এবং বিচক্ষণ রাজনৈতিক ভারসাম্য। একটা জিনিসেরই অভাব সেখানে, তা হল শান্তি-সাম্যের ইসলাম।

তাঁর ব্যক্তিগত সততা তাঁর বক্তৃতায় এবং লেখায় সুস্পষ্ট প্রতিফলিত। যা ভেবেছেন, ভুল হোক শুদ্ধ হোক সুস্পষ্ট বলেছেন। যা বলেছেন, তা করতে চেষ্টা করেছেন। রাজনৈতিক ইসলামের দর্শনকে প্রচন্ড গতিতে উপস্থাপিত করেছেন তীব্র এবং মারাত্মক প্রভাবশালী উর্দু ভাষায়। উর্দুর সাথে আমার কিছুটা পরিচয় আছে, তাঁর প্রতিটি বক্তৃতা ছিল যেন শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণ, চুড়ান্ত আবেগ-উত্তেজনায় পরিপূর্ণ। লেখনী ও বাগ্মীতা যে তলোয়ারের চেয়েও শতগুন শক্তিশালী হতে পারে, কি অসাধ্য সাধন করতে পারে, মওলানা মওদুদী তার জ্বলন্ত প্রমান। সেই সময়ের সেই পরাজিত মানসিকতার মুসলিম সমাজের তিনি দেখিয়েছেন শারীরিক শক্তিশালী জাতি হবার অলীক লোভ, অপরাধহীন নিপীড়নহীন সমাজের অসম্ভব চিত্র, দুনিয়ার মোড়ল হবার অবাস্তব স্বপ্ন। সে ক্ষুরধার এবং তীব্র আবেগ-উচ্ছ্বলিত উপস্থাপনার শক্তিশালী প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব ছিলনা পরাজিত মানসিকতার ভারতের মুসলমানের পক্ষে। এখনও পৃথিবীর কোটি কোটি মুসলমানের কাছে সে উপস্থাপনার প্রভাব খুব শক্তিশালী।

হায়রে স্বপ্ন! ‘‘আমিই হব পৃথিবীর রাজা, আমার জাতিই হবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি’’- এ এক মারাত্মক স্বপ্ন। এ স্বপ্ন হিটলারের ছিল। এখন অ্যামেরিকার আছে। হিটলার-অ্যামেরিকার এ স্বপ্ন যদি মানবজাতির জন্য বিপজ্জনক হয়, তবে তা সমান বিপজ্জনক জামাতের ক্ষেত্রেও। আল্লা-রসুলের উদ্ধৃতি দিয়ে সে বিপদ কমানো যাবে না কিছুতেই।

তাঁর দর্শনের সাফল্যের পেছনে তাঁর অসাধারণ বাগ্মীতা ছাড়াও তৎকালীন ভারতের পিছিয়ে পড়া দুর্বল মুসলমান সমাজের পরাজিত মনোভাব, মুসলিম-নেতৃত্বের দুর্বলতা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে আমেরিকা-বৃটেনের

নির্লজ্জ নিষ্ঠুরতা সবকিছুই তখনও কাজ করেছে, এখনও করছে। মেধাবিহীন শারীরিক শক্তি আর হুংকারের গলাবাজী তাঁর ইসলামের ভিত্তি। তাঁর দর্শনের স্বপক্ষে তিনি আদি ইসলামের কিছু প্রমান টেনেছেন যা বোখারী-তাবারি-ইবনে ইশাক/ইবনে হিশামের পরিপ্রেক্ষিতে একেবারেই সত্যি নয়। ইমাম তাইমিয়া- ইমাম শাফি'র বর্ণনামতেও সত্যি নয়। সেগুলো কিছুটা দেখানো আছে JamatePislami.com- বাংলা-সাইটে)। কোরাণ-হাদিস-নবী (দঃ) নিয়ে প্রচুর পড়াশুনা এবং গভীর চিন্তা করে তিনি রাজনৈতিক-সামরিক-দৈহিক ইসলামকেই মূল ইসলাম বলে মনে করেছেন এবং সে "নুতন" ইসলামের অনুসারী হিসেবে নিজেকে "নওমুসলিম"ও বলেছেন। আসলে সত্যি সত্যি কোন নতুন ইসলাম নয়, ইসলামের দর্শনের বাহানায় সামরিক পুনরুত্থানের কথাই বুঝিয়েছেন তিনি। কিন্তু সবাই জানে, ইসলামের অসামরিক অন্যান্য ব্যাখ্যাগুলোও ওই একই কোরান-হাদিস থেকে নিজের নিজের সমর্থন দেখায়। খুনী বিন লাদেন-গোআজম-মত্যানিজামীর ইসলামও ইসলাম, হজরত আবদুল কাদের জিলানী- মঈনুদ্দীন চিশতি- শাহজালালের ইসলামও ইসলাম, সুন্নীরাও মুসলিম, শিয়ারাও তাই। সবাই বলে শুধু তারটাই ঠিক, সব দলেরই সমর্থক আছে, সবেতেই কোরাণ-হাদিসের সমর্থন দেখানো সম্ভব। এমনকি আহমদিয়ারাও কম যায় না এ ব্যাপারে, খুলে দেখুন খোদ মির্জা গোলাম আহমদের সুবিশাল বই "রুহানী খাজানা" (আমাদের সহি বোখারির মত) বা "কিশতিয়ে নুহ" বা "ইসলামী নীতি দর্শন"। খামাখা নিজেকে "নবীর ছায়া, ঈসার ছায়া, ঈসার মা", এসব ঘোড়ার ডিম না বলে শুধু ইমাম মেহদী বললে এ হেন মেধাবী পন্ডিতের পন্ডামী ঠেকানো মুশকিলই হত। ইসলামের ওপরের এই অনিয়ন্ত্রিত মালিকানার জন্য মুসলমানদের কপাল পুড়েছে বহুবার। আর পুড়বে, যতদিন জামাত উচ্ছেদ হয়ে সর্বসম্মত এক কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হয়। একশ' বিশ-ত্রিশ কোটি মুসলমান নিয়ে ইসলামের বিশাল ট্রাক বিশ্বমানবের হাইওয়ে ধরে ছুটে চলেছে কোন ড্রাইভার ছাড়াই। অ্যাক্সিডেন্ট তো অনিবার্য্য।

পুরোন নেতৃত্বে হতাশ ও নুতন দিগ্‌দর্শনের খোঁজে হন্য পশ্চাদপদ ভারতীয় মুসলিম সমাজকে মওদুদী যে শক্তির লোভ দেখিয়েছেন, তার পুরোটাই ছিল দুনিয়ার সমস্ত অমুসলিমদের প্রতি অস্বাস্থ্যকর কৃত্রিম প্রতিযোগিতা থেকে উঠে আসা। মুসলমানদের, বিশেষতঃ ভারতীয় মুসলমানদের তিনি স্থান-কালের গন্ডীতে আবদ্ধ দেখেছেন এবং বিশ্ব-মুসলিমের জন্য সততার সাথেই উদ্বিগ্ন হয়েছেন। এ উদ্বেগ প্রথমতঃ তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে তাঁর অনুমিত "মুসলমানদের প্রতি বিশ্বব্যাপী চারদিক থেকে আক্রমন"-এর প্রতিরোধ খুঁজে বের করতে। এবং শেষ পর্যন্ত "আক্রমন-ই প্রতিরোধের শ্রেষ্ঠ উপায়", এই মনস্তাত্বিক ফাঁদে নিজেও পড়েছেন, অন্যদেরও ফেলেছেন। এর সমর্থনে তিনি মুসলিম উম্মাকে 'পার্টি' হিসেবে মনে করেছেন। এটা মুসদলমানদের মানসিকতায় এক সাংঘাতিক মোড়। দেখুনঃ- "পার্টি" শব্দটার জন্য কোরান অন্য যে শব্দ ব্যবহার করেছে, তা হল "উম্মা", বলেছেন, - জামাত আসলে কোন মিশনারী নয়, এ হল আল্লার কাজ করার "পার্টি"। এ বিশ্বাসের পর মওলানার পক্ষে নবীজীকে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক-সামরিক নেতা দেখানো ছাড়া আর অন্য কোন পথ খোলা থাকল না, নবীজীকেও তিনি আক্রমনকারী দেখাতে বাধ্য হলেন। দু'টো উদ্ধৃতি দিয়ে দেখাব, বার বার তিনি এ ধরণের কথা বলেছেন। "ইসলামে জিহাদ" বইয়ের পৃষ্ঠা ২৩:- "পরে চারপাশের দেশগুলিতে নবী (দঃ) ইসলাম গ্রহনের আমন্ত্রন পাঠান। যখন ওই দেশগুলির শাসনকর্তারা তাঁর আমন্ত্রন অস্বীকার করিল, তখন নবী (দঃ) তাহাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের ব্যবস্থা গ্রহন করিলেন"। কারণ, ৬ পৃষ্ঠা থেকে - "ইসলাম দেশ-জাতি নির্বিশেষে ইসলামের দর্শন ও কর্মপদ্ধতির পরিপন্থী সকল রাষ্ট্র ও সরকারকে পৃথিবী হইতে ধ্বংস করিতে চায়"। এটা পৃথিবীর তাবৎ অমুসলমানের বিরুদ্ধে একটা অঘোষিত যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ খবর ঠিকমত পেলে তাদের কাছ থেকে আমরা কি ব্যবহার আশা করতে পারি? "শান্তির ধর্ম"- এর চেহারাটা তখন কেমন দেখাবে?

শক্তির ভিত্তিতে মওলানার এই আক্রমনাত্মক মানসিকতার কারণ আছে। তিনি জন্মেছিলেন ১৯০৩ সালে হায়দ্রাবাদে, যেখানে তখন শতকরা ৯০ ভাগ অমুসলিমের চাপে শতকরা ১০ ভাগ মুসলিম প্রায় চ্যাপ্টা। সারা ভারতের রাজনৈতিক টানাহ্যাঁচড়ায় ও দাঙ্গায়ও সংখ্যালঘু মসলিমরা সংখ্যাগুরু হিন্দুদের চাপে চ্যাপ্টা। সুবিশাল কংগ্রেসের মোকাবেলায় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষায় তেমন শক্তিশালী কোন সর্বভারতীয় দল নেই, বাংলায় কৃষক-প্রজা পার্টির রাজত্ব। ১৯০৫ সালে বানানো মুসলিম লীগ তখনো চতুর জিন্নার নেতৃত্ব পায় নি, তখনো তার হালে পানি নেই। মোগল শাসনের গৌরবও তখন অস্তমিত। কাজেই মওলানার দর্শন যে আত্মরক্ষামুলক হতে হতে শেষে আক্রমনাত্মক হয়ে উঠেছে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

কিছু কিছু লোক জামাতি রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাধীনতার কথা বলেন। অথচ স্বাভাবিক কারণেই কোন ধর্মীয় রাষ্ট্রেই ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্ভব নয়। মৌদুদীও তাঁর "এ সর্ট হিস্ট্রি অফ দি রিভাইভালিষ্ট মুভমেন্ট ইন ইসলাম" বইয়ের ৮ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট বলেছেন,:-"এই সরকারের কার্য্যপ্রণালী এমন যে ইহাতে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগের

বিশেষ অবকাশ নাই"। কিছু লোক জামাতি রাষ্ট্রে ইসলামী-গণতন্ত্রের কথাও বলেন। তারিখ আল্ তাবারির ১০ম খন্ডের প্রথম তিন পৃষ্ঠায় এ হাঁড়ি হাটের মধ্যে ভেঙে দেয়া আছে। আসলে কোন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রেই গণতন্ত্র সম্ভব নয়। মৌদুদী নিজেই সুস্পষ্ট বলেছেন তাঁর "দি ইসলামিক ল' অ্যান্ড কনস্টিটিউশন" বইয়ের ১৩৮ -১৩৯ পৃষ্ঠায়। উদ্ধৃতিঃ- "রাজনৈতিক দর্শনের দৃষ্টিতে ইসলাম পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সম্পুর্ন বিরোধী। ইসলামে পশ্চিমা গণতন্ত্রের লেশমাত্র নাই"। বহু পরে তাঁর তাহফিমুল কোরান- গ্রন্থে তিনি এ বক্তব্য থেকে কিছুটা সরে এসেছেন কিন্তু তাঁর ইসলামী রাষ্ট্রের মুলনীতি না বদলিয়ে কথা পাল্টানো অর্থহীন।

আজকের পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া কোটি কোটি মুসলিম এবং পশ্চিমা দেশে মুসলমানদের অগ্রগতি ও নাগরিক অধিকার প্রয়োগের ভবিষ্যত বাস্তবতা তাঁর দুরদৃষ্টিতে ধরা পড়ে নি। দুনিয়ার তেরোশ' কোটি মুসলমানদের তিনি বিপজ্জনকভাবে চারগুন বেশী অমুসলিমদের সাথে অঘোষিত লড়াইয়ে নামিয়ে দিয়েছেন। মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্যই এর চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর আর কিছু নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আজ যদি মওদুদী বেঁচে থাকতেন তাহলে এখনকার ইউরোপ-আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়া-ক্যানাডার মুসলমানদের উন্নতি দেখে তিনি তাঁর মতামত বদলাতেন এবং এসব দেশে নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেই তাদের দর্শন ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু তখন তিনি তাঁর সীমাবদ্ধতা-ই প্রকাশ করেছেন এই বলে যে ইসলামের বাইরে সবকিছুই এবং সবাই তাগুত বা বাতিল, ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা, ইসলামী সরকার ছাড়া যে কোন সরকার হল ধর্মহীন, দুর্নীতিবাজ, অসৎ, ইত্যাদি ইত্যাদি। ইউরোপ আমেরিকা-কে সারা জীবন ধরে এত গালাগালি করে শেষে তাঁকে সেই আমেরিকাতেই আসতে হয়েছিল চিকিৎসার জন্য। তিনি মারা-ও গেছেন এখানেই, সম্ভবতঃ ডেট্রয়েটে।

অনেক বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিকের চোখে তাঁর দর্শনের ভিত্তিহীনতা, অন্তর্নিহিত দুর্বলতা, অমানবিকতা এবং ভবিষ্যতের ভয়াবহ সর্বনাশা কুফল ঠিকই ধরা পড়েছিল। আধ্যাত্মিকতার সাথে রাজনীতির মিশ্রণে এ ক্ষতি যে শুধু মুসলমানদেরই নয় বরং সমস্ত মানবজাতির, সেটাও তাঁরা বুঝেছিলেন এবং তাঁরা সেটা বলেছিলেনও। সে কথাগুলো জনগণের কানে পৌঁছয়নি তার একটা প্রধান কারণ হল তাঁদের কোন প্রতিষ্ঠান ছিলনা। এদিকে মওলানা মওদুদী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে ১৯৪১ সালে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেন। এ পর্য্যন্ত সেটা বহুগুনে বেড়ে উঠেছে এবং পাল্টা সংগঠনের অভাবে ফাঁকা মাঠে গোল দিয়ে চলেছে। আজও, এই এত বছর পরেও জামাতকে ইসলামী দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিহত করার কোন সংগঠন নেই। যে কোন দর্শনের অগ্রগতিতে পাল্টা, বিপ্রতীপ এবং সমান্তরাল সংগঠন দু'দলের জন্যই দরকার। এতে সবারই ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে এবং সার্বিক অগ্রগতিতে মানবসমাজের সুবিধে হয়। সে বিরোধিতার বাস্তব সুবিধে জামাত পায়নি বা নেয়নি কোনদিনই। বহির্বিশ্বে এবং বাংলাদেশে এখন এটা খুবই দরকার।

এবারে মৌদুদীর ওপরে কিছু বিশেষজ্ঞের কথা শোনা যাক। আজকের ডঃ সাচেদিনা (অসাধারণ ইসলামি পন্ডিত, এ নামে goole.com দেখে নেবেন) , ডঃ হাশমী, ডঃ আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ার (পারিবারিক পদবী), ডঃ আবদুল্লা নইম, ইত্যাদীর কথা বাদই দিলাম, অন্যান্যদের কথা তুলে দিচ্ছি। এগুলোর ফটোকপি দেখতে চাইলে ফ্যাক্স নম্বর পাঠাবেন।

The shift from peaceful coexistence to aggressive domination might have started with his vision of UMMA as POLITICAL PARTY, quote: - "The other word the Qura'an has used for "Party" is Umma" –Mawdudi. So, his Prophet did exactly what a political leader does: - "After this the Prophet (sa) sent invitations to all the neighbouring countries, but he did not wait to see whether these invitations were accepted or not. As soon as he acquired more power he started the conflict with the Roman Empire". "While it is incorrect to say that Islam converts with sword, is also wrong to say that the sword did not play any role in conversion"- Mawdudi.

His vague, distorted and dangerous Political Islam did not escape too many scholars' attention. Only few are here:-

"Being a journalist rather than a serious scholar he wrote at great speed and with

resultant superficiality inn order to feed his eager young readers – and he wrote incessantly …no matter how much and how blatantly he contradicted himself from time to time on such basic issues as economic policy and political theory" –Prof. Fazlur Rahman.

"I know Maolana Abul Al'a Mawdudi. He has neither learned nor been disciplined by a scholar of repute. He is very well read but his understanding of religion is weak" – Mufti Maolana Md. Kifayatullah.

"His pamphlets and books contain opinions which are anti-religious and heretic, though written with theological trappings. Lay readers cannot see through these trappings. As a result they find the Islam brought by the Holy Prophet repugnant; the Islam which has been followed by the Ummati-Muhammadiya for last 1350 years"- Maolana Husain Ahmad Madani.

"Having read Maududi Sahib's writings I have concluded that he did not acquire the disciplines of Muslim Legal Philosophy and mysticism. He cannot write on them with authority" – Maolana Quari Muhammad Tayyab.

"Maududi Sahib wants to present a "New Islam" to the Muslims" –Maolana Ahmad Ali Lahauri.

In previous parts of this series Jamat's bloodthirsty attitude is adequately shown. So it was inevitable, nothing else could have happened than: - "According to Jamat leaders the most important, recent and fundamentalist interpretation of Islam was provided by Syed Abul Ala Maududi…….During liberation war of 1971, the Jamat-E Islami (Jamat), under the leadership of Ghulam Azom, supported the Pakistani armed forces which perpetuated one of the largest genocides in this century"

****